তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৪৩

**জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিজয়কেতন**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

‘শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আজ বাংলাদেশের বিজয়কেতন উড়ছে’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ সন্ধ্যায় ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ‘শেখ হাসিনা : বাংলাদেশের স্বপ্নসারথি’ শীর্ষক আলোকচিত্র ও শিল্পকর্মের মাসব্যাপী চলমান প্রদর্শনী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

ড. হাছান বলেন, ‘বিনা রক্তপাতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা ভারত-মিয়ানমারের কাছ থেকে আমাদের যে সমুদ্রসীমা হিস্যা আদায় করেছি, তার আয়তন প্রায় দেশের সমান। ৬৮ বছরের পুরনো ছিটমহল সমস্যা সমাধান করে জয় করেছি স্থলসীমা, মহাকাশে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে নিজ কক্ষপথে চলছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, এভাবে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে উড়ছে বাংলাদেশের বিজয়কেতন। '

মন্ত্রী বলেন, ‘পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আক্ষেপ করে বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা বলেন। আজকে সমস্ত সূচকে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে বহুদূর এগিয়েছে। আমরা অনেক সূচকে ভারতকেও পেছনে ফেলেছি। বিশেষ করে সামাজিক সূচক এবং মানব উন্নয়ন সূচকে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। আজকে বিশ্ব খাদ্য সংস্থাকেও অবাক করে দিয়ে দেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা সবজি উৎপাদনে বিশ্বে ৩য়, মৎস্য উৎপাদনে ৪র্থ, আলু উৎপাদনে ৭ম। ছোট্ট দেশ এভাবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে- এটি আজকে পৃথিবীর সামনে একটি উদাহরণ। সমস্ত বিশ্ব নেতারা আজকে প্রশংসায় পঞ্চমুখ।’

'শেখ হাসিনা ক'দিন আগে একটি কথা বলেছিলেন- তিনি বলেছেন, 'দেশকে এমনভাবে গড়বো পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে’ উল্লেখ করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, স্বপ্ন না থাকলে স্বপ্নপূরণের তাগাদা থাকে না, স্বপ্নহীন মানুষের পক্ষে বহুদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন, অনেক আগেই বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করতেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের পথে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বপ্ন থাকতে হয়। সেটি অনুধাবন করে শেখ হাসিনা জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন।'

তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনার চলার পথ কখনো মসৃণ ছিল না। তাঁকে একে একে ১৯ বার হত্যা করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু তিনি বারবার মৃত্যু উপত্যকা থেকে ফিরে এসেছেন। দ্বিধান্বিত হননি, বিচলিত হননি বরং তিনি আরো প্রত্যয়ে বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।'

'শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র আছে'- এমন সতর্কবার্তা জানিয়ে আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. হাছান বলেন, বঙ্গবন্ধুকে যখন তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয় তখন কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পথ বেছে নেয়। আজকেও শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তাকে রাজনৈতিকভাবেই মোকাবেলা করতে পারতো। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে ক্রমাগতভাবে তারা পরাজিত হয়েছে। তাই তারা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। আজকে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র আছে। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছিল। আজকে তার বিরুদ্ধেও নানামুখী ষড়যন্ত্র আছে। সেজন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।'

সভাশেষে তথ্যমন্ত্রী অতিথিদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার স্বপ্নের বাংলাদেশের ওপর চিত্র ও শিল্পকর্মগুলো ঘুরে দেখে শিল্পীদের প্রশংসা করেন।

#

আকরাম/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৪২

**মন্ত্রী পর্যায়ের পরামর্শক সভায় যোগ দিতে প্রবাসী মন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগ**

ঢাকা, ৩০ আশি^ন (১৫ অক্টোবর) :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ আবুধাবী সংলাপের মন্ত্রী পর্যায়ের ৫ম মন্ত্রী পর্যায়ের পরামর্শক সম্মেলনে যোগ দিতে আজ চার দিনের সরকারি সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে পৌঁছেছেন। অনুষ্ঠানটি আগামী ১৬-১৭ অক্টোবর দুবাইতে অনুষ্ঠিত হবে।

এ সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের হিউম্যান রিসোর্স এন্ড ইমিরাটাইজেশন মন্ত্রীর সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে শ্রমবাজার উন্মুক্তকরণের লক্ষ্যে মতবিনিময় করবেন। এছাড়া তিনি রাস আল খাইমারে বাংলাদেশ ইংলিশ প্রাঃ স্কুল (প্রস্তাবিত নাম শেখ মুজিবুর রহমান স্কুল) প্রজেক্টের অগ্রগতি এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানা পরিদর্শন করবেন।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন ও উপপ্রধান শেখ মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন সফরসঙ্গী হিসেবে মন্ত্রীর সাথে রয়েছেন।

#

রাশেদুজ্জামান/মাহমুদ/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৪১

পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে এডিবি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ৩০ আশি^ন (১৫ অক্টোবর) :

সফররত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর এক প্রতিনিধিদল আজ পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নানের সাথে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। আলোচনায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ করে বাংলাদেশে এডিবি’র সহযোগিতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয় পর্যালোচনা করা হয়।

এডিবি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং তাদের অর্থায়নে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এডিবি পরীক্ষিত অংশীদার। বাংলাদেশের সাথে এডিবির সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়। এ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে।

এডিবি’র বোর্ড অভ্ ডিরেক্টর্স এর সদস্য এ প্রতিনিধিদলটি রুটিন সফর হিসেবে বাংলাদেশ সফর করছেন। ছয় সদস্যবিশিষ্ট এ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে আছেন এডিবি’র নির্বাহী পরিচালক ওহ-ঈযধহম ঝড়হম। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত এডিবি’র কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন পারকাশ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৪০

**ওআইসির সেসরিক ট্যুরিজম অ্যাওয়ার্ড পেলো বাংলাদেশের তিন প্রতিষ্ঠান**

ঢাকা, ৩০ আশি^ন (১৫ অক্টোবর) :

পর্যটন বিকাশে অবদান রাখায় ইসলামিক অর্গানাইজেশন অভ্ কো-অপারেশনের অঙ্গ সংস্থা সেসরিক ট্যুরিজম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে বাংলাদেশের তিনটি ভ্রমণ ও পর্যটন প্রতিষ্ঠান। আজ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী।

অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে ট্যুরিজম উইন্ডো, অ্যানেক্স ট্রাভেল এন্ড কনসাল্টিং গ্রুপ এবং জার্নি প্লাস। পুরস্কার হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে নগদ অর্থ ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

এ সময় সেসরিকের মহাপরিচালক নেবিল দাবুর-সহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সিটি অভ্ ট্যুরিজম উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ওআইসি পর্যটন মন্ত্রীদের সম্মেলনে ঢাকাকে ওআইসি সিটি অভ্ ট্যুরিজম ২০১৯ ঘোষণা করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ওআইসির অঙ্গসংস্থা স্ট্যাটিস্টিক্যাল, ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টার ফর ইসলামিক কান্ট্রিজ (সেসরিক) এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।

#

তানভীর/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩৮

স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে

--- ভূমিমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ আশি^ন (১৫ অক্টোবর) :

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, ভূমি অধিগ্রহণের পর জমির মালিকদেরকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য একটি সফটওয়্যার এপ্লিকেশন ইতোমধ্যে ঢাকা ডিসি অফিসে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা সংযোজন শেষে পর্যায়ক্রমে সারা দেশে এ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা হবে।

আজ রাজধানীর কাঁটাবনে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (এলএটিসি) ‘৭ম উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স’-এ অংশগ্রহণকারী ২৫ জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/সার্বিক/এলএ/শিক্ষা) ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ভূমি সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, জনগণকে সেবা প্রদান করার জন্য সম্পূর্ণ ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন-সহ প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ভূমি ব্যবস্থা ডিজিটালাইজেশনে এ মুহূর্তে যেসব চ্যালেঞ্জ আসছে সরকার সেসব সমাধানে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাই এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবদুল হক, যুগ্ম সচিব মোঃ আব্বাছ উদ্দিন ও প্রদীপ কুমার দাস, এলএটিসির উপপরিচালক এবিএম সিরাজুল হক প্রমুখ।

#

নাহিয়ান/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩৯

**বিএসসি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৫ কোটি টাকা লাভ করেছে**

চট্টগ্রাম, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫৫ দশমিক ২৩ কোটি টাকা নিট লাভ করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিএসসি ১২ দশমিক ৫২ কোটি টাকা লাভ করেছিল। বিএসসিতে ছয়টি নতুন জাহাজ যুক্ত হওয়ায় নিট লাভ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আজ চট্টগ্রামে বিএসসি ভবনে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ও বিএসসির চেয়ারম্যান খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত বিএসসির ৩০২ তম পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে এসব তথ্য জানানো হয়। প্রতিমন্ত্রী এ সময় সকলের প্রচেষ্টায় বিএসসি আরো এগিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও বিএসসির বব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর সুমন মাহমুদ সাব্বির, সদস্য মোঃ আবদুল কুদ্দুছ, বেগম রাশেদা আকতার, এ এইচ এম আহসান, কাজী মোঃ শফিউল আলম ও মোহাম্মদ ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩৭

‘মাসের সেরা কর্মী’ সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

শৃঙ্খলা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে

ঢাকা, ৩০ আশি^ন (১৫ অক্টোবর) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন শৃঙ্খলা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘মাসের সেরা কর্মী’ (ঝঃধভভ ড়ভ ঃযব গড়হঃয) হিসেবে নির্বাচিত কর্মচারীদের সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের নীতি (পলিসি) বাস্তবায়ন ও দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে দেশের কর্মচারীদের ভূমিকা অপরিসীম। তাই তাদেরকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও তাদেরকে সঠিক স্থানে পদায়ন করা। তাই এই মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এ কারণে তারা অন্যান্য সকলের কাছে অনুকরণীয়। এজন্য প্রতিমন্ত্রী তাদেরকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে মন্ত্রণালয়ের সুনাম ধরে রাখার আহ্বান জানান।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের দাপ্তরিক কর্মে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সেবার গুণগতমান ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি, ইতিবাচক প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি এবং আত্মোন্নয়নের লক্ষ্যে ‘মাসের সেরা কর্মী’ নির্বাচন করা হচ্ছে। গ্রেড ১০ হতে গ্রেড ২০ এর তিন ক্যাটেগরির ৬ জন কর্মচারীকে এ বছরের জুলাই ও আগস্ট মাসের সেরা কর্মচারী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফয়েজ আহম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত সচিব দুলাল কৃসাহা স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩৫

**একনেকে এক লাখ কোটি টাকার ১০ প্রকল্প অনুমোদন**

ঢাকা, ৩০ আশি^ন (১৫ অক্টোবর) :

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) আজ প্রায় ১,০০,০২৫ দশমিক ২৩ কোটি টাকা ব্যয় সংবলিত ১০টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৩০,৪৬৬ দশমিক ২ কোটি টাকা, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৫১৫ দশমিক ৮৪ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ ৬৯,০৪৩ দশমিক ৩৭ কোটি টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ৪টি প্রকল্প যথাক্রমে ‘ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১)’ প্রকল্প; ‘ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দার্ন রুট’ প্রকল্প; ‘ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণ )’ প্রকল্প; ‘ডোমার-চিলাহাটি-ডাউলাগঞ্জ (জেড-৫৭০৬), ডোমার (বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা (ভাদুরদরগাহ) (জেড-৫৭০৪) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড-৫৭০৩) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ’ প্রকল্প; এবং ‘কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-দৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ’ প্রকল্প, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ‘ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন’ প্রকল্প; গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প যথাক্রমে ‘ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ’ প্রকল্প এবং ‘ঢাকার আজিমপুরে বিচারকদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ’ প্রকল্প; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘ওৎৎরমধঃরড়হ গধহধমবসবহঃ ওসঢ়ৎড়াবসবহঃ চৎড়লবপঃ (ওগওচ) (ঋড়ৎ গঁযঁৎর ওৎৎরমধঃরড়হ চৎড়লবপঃ)’ প্রকল্প; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ‘জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বন বিভাগে পুনঃবনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন’ প্রকল্প।

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এম মান্নান, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন, ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদুর/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩৬

**বিজ্ঞান জাদুঘরে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান বাসের উদ্বোধন করলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইফায়েস ওসমান বলেছেন, সকলকে বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে, বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে এবং বিজ্ঞান নিয়ে সামনের দিকে এগুতে হবে।

আজ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ‘ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের’ আওতায় সংগৃহীত তিনটি মুভিবাস ও দুইটি অবজারভেটরি বাস সর্বসাধারণের প্রদর্শনের জন্য আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী। এ সময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাসহ মোহাম্মাদপুর মডেল স্কুল এবং শেরে বাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৩৪

**একনেকে ১ লক্ষ ২৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ১০টি প্রকল্প অনুমোদন**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রায় ১লক্ষ ২৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় সংবলিত ১০টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন প্রায় ৩০ হাজার ৪৬৬ কোটি ২ লক্ষ টাকা, সংস্থার নিজস্ব ৫১৫ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ ৬৯ হাজার ৪৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা-এর সভাপতিত্বে আজ রাজধানীর শের-ই বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ‘ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১)’ প্রকল্প; ‘ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপনমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দার্ন রুট’ প্রকল্প; ‘ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণ)’ প্রকল্প; ‘ডোমার-চিলাহাটি-ডাউলাগঞ্জ (জেড-৫৭০৬), ডোমার (বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা (ভাদুরদরগাহ) (জেড-৫৭০৪) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড-৫৭০৩) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ’ প্রকল্প; এবং ‘কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ’ প্রকল্প, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ‘ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন’ প্রকল্প; গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ‘ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ’ প্রকল্প এবং ‘ঢাকার আজিমপুরে বিচারকদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ’ প্রকল্প; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘Irrigation Management Improvement Project (IMIP) (For Muhuri Irrigation Project)’ প্রকল্প; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ‘জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বন বিভাগে পুনঃবনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন’ প্রকল্প।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীসহ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদুর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/দীপংকর/জসীম/শামীম/২০১৯/১৫২৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩৩

**নতুন প্রজন্মকে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

নতুন প্রজন্মকে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম । তিনি বলেন, পরিচ্ছন্নতা ব্যক্তিকে উন্নত হতে সাহায্য করে। আগামী প্রজন্ম এমন একটি পরিচ্ছন্ন নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবে যে দেশকে পুরো বিশ্ব সম্মান জানাবে।

আজ ঢাকার মোহাম্মদপুরে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে ‘বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস-২০১৯’ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মন্ত্রী একথা বলেন।

মস্ত্রী বলেন, স্যানিটেশন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য  অর্জন উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে উন্মুক্ত স্থানে মল ত্যাগের হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে এবং ২০১৯ সালের জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রামের প্রতিবেদন অনুযায়ী  বর্তমানে বাংলাদেশে উন্নত স্যানিটেশনের হার প্রায় ৭১ ভাগ। পাশাপাশি বর্তমানে দেশে প্রায় সকল লোক কোন না কোন ধরনের ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে। যা ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

শুধু ১৫ই অক্টোবর নয়, সারা বছরব্যাপী প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. সাইফুর রহমান, ইউনিসেফ বাংলাদেশে-এর প্রতিনিধি তোমো হুজমি বক্তৃতা করেন।

এর আগে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে হাত ধোয়া কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

সবার জন্য নিরাপদ পানি ও উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকাসহ সারাদেশে আজ বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত হচ্ছে। এ বছর দিবস এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘সকলের হাত, পরিচ্ছন্ন থাক’।

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৩২

**বাংলাদেশ হতে পারে মুসলিমবান্ধব পর্যটনের অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য**

**- পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, বাংলাদেশ হতে পারে মুসলিমবান্ধব পর্যটনের অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য। মুসলিমবান্ধব পর্যটনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই বাংলাদেশে বিদ্যমান রয়েছে। আজ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অর্গানাইজেশন অভ্ ইসলামিক কোঅপারেশন এর অঙ্গ সংস্থা স্ট্যাটিস্টিকাল, ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টার ফর ইসলামিক কান্ট্রিজ আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্তরিক প্রয়াসে বাংলাদেশ ওআইসি এর সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এবং ২০১০ সালে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গঠন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মাহবুব আলী বলেন, বর্তমান বিশ্বে মুসলিমবান্ধব পর্যটন অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল একটি পর্যটন পণ্য। শুধু মুসলিম দেশেই নয় বিভিন্ন ননমুসলিম দেশগুলোও এই পর্যটনের গুরুত্ব অনুধাবন করে মুসলিমবান্ধব পর্যটন পণ্য এবং সেবার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। সারাবিশ্বের মুসলিম পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য মুসলিমবান্ধব পর্যটনের বিকাশে তারা কাজ করছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন সচিব মোঃ মহিবুল হক, ওআইসির অঙ্গসংস্থা স্ট্যাটিস্টিকাল, ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টার ফর ইসলামিক কান্ট্রিজ এর মহাপরিচালক নেবিল দাবুর ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

#

তানভীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৩১

**বেলগ্রেডে স্পিকার**

**বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন আজ দৃশ্যমান**

বেলগ্রেড, ১৫ অক্টোবরঃ

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল সূচকে বাংলাদেশ সুদৃঢ় অবস্থানে রয়েছে। বর্তমান সরকার নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নও আজ দৃশ্যমান। নারীর ক্ষমতায়নের ফলে তৃণমূলে উন্নয়ন সেবা সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে ।

গতকাল সন্ধ্যায় সার্বিয়ার বেলগ্রেডে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ) এর ভেন্যু সাভা সেন্টারে সার্বিয়ার পার্লামেন্টের স্পিকার ও ১৪১তম আইপিইউ সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট মাজা গজকোভিচ (Maja Gojkovic) এর সাথে সাক্ষাতকালে স্পিকার এসব কথা বলেন।

এ সময় স্পিকার বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের উত্তরণ ও সুসংহত করণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাফল্যচিত্র তুলে ধরেন। সংসদীয় চর্চা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সার্বিয়া পার্লামেন্টের স্পিকার বলেন, বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নে বিশ্বের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করে দু'দেশের বিদ্যমান সম্পর্কে আরো সুদৃঢ় হতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য ডেপুটি স্পিকার মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি তোফায়েল আহমেদ, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আমির হোসেন আমু এবং ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবদুস সোবহান সিকদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

অনসূয়া/দীপংকর/শামীম/২০১৯/১৪১৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৩০

**দূত হিসেবে মেরিন সেক্টরে দেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করতে হবে**

**-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট (এনএমআই) এর প্রশিক্ষণ সমাপনকারী প্রশিক্ষণার্থীদের দেশের দূত উল্লেখ করে বলেছেন, দেশি-বিদেশি সামুদ্রিক জাহাজে অর্পিত দায়িত্ব সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সেক্টরে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রামে এনএমআই চট্টগ্রামের ২০তম ব্যাচ ও মাদারীপুরের ৯ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কূচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

এনএমআই’র এবারের ব্যাচে চট্টগ্রাম ও মাদারীপুর মিলে ১৭৮ জন রেটিংস তাদের প্রশিক্ষণ সমাপন করে। উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে থেকে চলতি বছর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ সমাপনকারী রেটিংসদের সংখ্যা ২ হাজার ৯ শত ৭৮ জন।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, এনএমআই চট্টগ্রামকে মেরিটাইম কর্মকান্ডের কেন্দ্র হিসেবে পরিণত করার সরকারি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সম্প্রতি ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে প্রি-সি রেটিং কোর্স পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে এ ইনস্টিটিউটে ৬ তলা বিশিষ্ট শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল কমপ্লেক্স ও এডভান্স ফায়ার ফাইটিং ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের গুণগত মান অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে ‘সিমুলেটর সংগ্রহ’ শীর্ষক প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এর কাজ অচিরেই শুরু হবে। এছাড়া মেরিটাইম সেক্টরের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিচিতির জন্য এখানে ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মেরিটাইম কমপ্লেক্স’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

খালিদ মাহমুদ বলেন, মেরিটাইম ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণের গুণগতমান আন্তর্জাতিক মানের যা আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মেরিটাইম সেইফটি এজেন্সি কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত। তাছাড়া ২০১৪ সাল হতে এ ইনস্টিটিউট আন্তর্জাতিক মানদন্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ DNV-GL এবং পরবর্তী সময়ে ব্যুরো ভেরিটাস কর্তৃক ISO সনদ অর্জন করেছে। বর্তমানে এ ইনস্টিটিউটের ফিটার-কাম- ওয়েল্ডার প্রশিক্ষণার্থীগণ 6G সনদ অর্জন করেছে। ফলে এ সকল প্রশিক্ষণার্থীগণ জাহাজে চাকুরীর পাশাপাশি দেশে-বিদেশে আন্তর্জাতিকমানের জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণের গুণগতমান অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।

চলতি বছর সেরা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে বিএসসি স্বর্ণপদক অর্জন করেন শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ড রেটিং ইঞ্জিন বিভাগের তাসওয়ার জাহান। এ সময় বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজনকে পুরস্কার ও ৪ জনকে সামিট এলায়েন্স স্কলারশিপ প্রদান করা হয়।

সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমোডর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজসহ বিভিন্ন শিপিং এজেন্ট প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

সাইফুল/অনসূয়া/দীপংকর/শামীম/২০১৯/১৪২৯ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯২৮

**বিশ্ব খাদ্য দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৬ অক্টোবর ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৬ অক্টোবর ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১৯’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ, পুষ্টিকর খাদ্যেই হবে আকাঙ্ক্ষিত ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী’ অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

সুদীর্ঘকাল থেকে কৃষি আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কৃষি শুধু খাদ্যের যোগানই দেয় না বরং সিংহভাগ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধানতম অবলম্বন। তাই কৃষিকে আধুনিকায়নের মাধ্যমেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে দ্রুত এগিয়ে নেয়া সম্ভব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জাতির পিতার প্রদর্শিত পথেই বর্তমান সরকার গত দশ বছরে কৃষির সার্বিক উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ফলশ্রুতিতে আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাশাপাশি কৃষিপণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত হচ্ছে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে আমাদের এ অর্জনকে ধরে রাখতে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়ে নজর দেয়া অত্যন্ত জরুরি। সেক্ষেত্রে উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সহজলভ্য করতে হবে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আমাদের জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসে অনেক পরিবর্তন এসেছে। অনেকক্ষেত্রেই নানা অস্বাস্থ্যকর খাদ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে পড়েছে। এতে করে কোমলমতি শিশু-কিশোরসহ সকলেরই স্থূলতাজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। অন্যদিকে পুষ্টিহীনতার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ শারীরিক জটিলতা। তাই আমাদের খাদ্য তালিকায় মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন দেশি ফলমূল, শাকসবজি ও পরিমিত প্রাণিজ আমিষকে স্থান দিতে হবে। মনে রাখতে হবে পুষ্টিকর খাদ্যই পারে মেধামননে উৎকর্ষ ও কর্মক্ষম একটি জাতি গঠন করতে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসহ নানাবিধ চ্যালেঞ্জকে বিবেচনায় নিয়ে পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে উৎপাদনক্ষম ফসল ও প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে ত্বরান্বিত করতে আমি বিজ্ঞানী, কৃষি সম্প্রসারণকর্মী, বেসরকারি উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানাচ্ছি। সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হবো - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/৯.৪৭ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯২৯

**বিশ্ব খাদ্য দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩০ আশ্বিন (১৫ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ অক্টোবর ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১৬ অক্টোবর সারা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১৯’। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ, পুষ্টিকর খাদ্যেই হবে আকাঙ্ক্ষিত ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী’। বিশ্বব্যাপী বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের প্রচেষ্টায় নিবেদিত এ দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করতে কৃষিকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে-এ চেতনাকে অন্তরে ধারণ করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে কারণেই তিনি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠনে কৃষিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন সবুজ বিপ্লবের। জাতির পিতার দেখানো পথেই বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সার্বিক কৃষি উন্নয়নের স্বার্থে কৃষিবান্ধব নীতি ও সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করছে।

আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে দেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। দেশে দরিদ্র ও অতি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এখন নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকল্পে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতাও অনেক বেড়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় মানুষের জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। পাশাপাশি সচেতনতার অভাবে বিভিন্ন অপুষ্টিকর খাবার গ্রহণের কারণে নানা শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দেশীয় মৌসুমি ফলমূল, শাকসবজি ও পরিমাণ মতো প্রাণিজ আমিষ খাবার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সেজন্য আমাদের পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে আরো প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণে নিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি ‘বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৯’ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১০.২৮ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না